

১। ভবঘুরে পঙ্গু করিম লাঠিয়ালের জীবনে রয়েছে এক করুণ অতীত। গ্রামের সুদখোর তালেবুর ব্যাপারি যখন তার ভিটে মাটি মিথ্যা অভুহাতে দখল করে নিচ্ছিল তখন ভীষণ মারামারিতে তার ২০ বছরের ছেলের মৃত্যু হয়। আর তার দুটি পা অকেজো হয়ে যায়। সর্বশ্ব হারিয়ে তাই বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীসহ সে আজ পথের ভিখারী।

ক) উপেনের শেষ সম্বল হিসেবে কয় বিঘা জমি ছিল?

খ) উপেন জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় কেন?

গ) উদ্দীপকের ভবঘুরে করিম লাঠিয়ালের সাথে 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় উপেনের সাদৃশ্যের বিশেষ দিকটি কী? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উদ্দীপকটি 'দুই বিঘা জমি' কবিতার সমগ্র বিষয়কে ধারণ করে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২। হরি আজ বহু বছর যাবৎ নিজের ভিটেমাটি ছাড়া। মহাজনের ঋণের দায়ে তাকে সব হারাতে হয়েছে। কিন্তু শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও সে ভুলতে পারে না তার ঐ একটি মাত্র ভিটের স্মৃতি। তার ব্যাকুল হৃদয় ফিরে পেতে চায় প্লেহবিজড়িত মাটিটুকু।

ক) 'দুই বিঘা জমি' কোন ধরনের কবিতা?

খ) 'তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে'-ভূস্বামীর প্রতি উপেনের এ উক্তি কারণ কী?

গ) হরির দুর্দশার কারণ 'দুই বিঘা জমি' কবিতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ) 'হরি ব্যাকুল হয়ে ফিরে পেতে চায় স্মৃতি বিজড়িত মাটিটুকু ঠিক যেমনি ফিরে পেতে চায় উপেন তার দুই বিঘা জমি'- বিশ্লেষণ কর।

৩। জমিদার ওয়াজেদ চৌধুরীর জমি বর্গা চাষ করে দরিদ্র কৃষক ওসমান। ফসলের ভাগ আধাআধি। এবার পাটের ফলন খুব ভালো হয়েছে। জোঁকের কামড় খেয়ে, পানিতে ডুব দিয়ে দিয়ে পাটগুলো কেটেছে সে। কিন্তু ভাগ-বণ্টনের সময় চৌধুরী তিন ভাগের দুই ভাগ নিয়ে নেয়। এর কারণ জানতে চাইলে চৌধুরী বলে, গতবার বাইনের সময় বলদ আর লাঙল কেনার জন্য সে ৫০০ টাকা ধার দিয়েছে। সেই টাকার সুদ হিসেবেই ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ তার। ওসমান আকাশ থেকে পড়ে! কবে, কখন টাকা নিল সে? তবে ওর মনে পড়ে, বাইনের সময় কী একটা সাদা কাগজে তার টিপসই ঠিকই নিয়েছিল জমিদার। কিন্তু ওটাতে ৫০০ টাকা ধার নেওয়ার কথা লেখা ছিল, এটা তো সে বোঝেনি। সে ভাবে, এরা তো অনেক বড় জোঁক, কখন কীভাবে রক্ত চোষে, টেরও পাওয়া যায় না। ওসমানের মাথায় রক্ত উঠে যায়। সে লাঠি হাতে রওনা দেয় চৌধুরীর বাড়ির দিকে।

ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে নোবেল পুরস্কার পান?

খ) নমঃ নমঃ নমঃ সুন্দরী মম জননী জনাভূমি- উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ) ওয়াজেদ চৌধুরীর সঙ্গে বাবু সাহেব যেদিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা ব্যাখ্যা করো।

ঘ) ওসমানের সঙ্গে উপেনের সাদৃশ্য থাকলেও দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা, মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

১. 'দুই বিঘা জমি' কোন ধরনের কবিতা?
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন কত বঙ্গাব্দে?
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন কাব্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার পান কত সালে?
৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত কে লিখেছেন?
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
৭. উপেনের মতে ভগবান বিশ্বনিখিল কীসের পরিবর্তে লিখে দিয়েছে?
৮. সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে ঘুরে কে?
৯. উপেনের মাঠে ঘাটে কত বছর কেটেছে?
১০. উপেন কত বছর পর নিজ গ্রামে প্রবেশ করল?
১১. 'ভূধর' শব্দের অর্থ কী?
১২. 'ত্রুর' শব্দের অর্থ কী?
১৩. 'খত' শব্দের অর্থ কী?
১৪. 'ললাট' শব্দের অর্থ কী?
১৫. 'পাণি' শব্দের অর্থ কী?
১৬. 'সমীর' শব্দের অর্থ কী?
১৭. 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থী কাদের সম্পর্কে ধারণা পাবে?
১৮. উপেন জমিদারের কাছে ভিক্ষা হিসেবে কী চেয়েছিল?
১৯. সাধু হয়ে উপেন কোথায় ঘোরে?
২০. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমি হারিয়েছে কে?
২১. উপেনের কয় বিঘা জমি ব্যতীত সব ঋণে গেছে?

২২. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় কে?
২৩. 'আমি শুনে হাসি, আঁখি জলে ভাসি'-কেন?
২৪. মরিবার মতো ঠাই বলতে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুঝিয়েছেন-
২৫. উপেনের দেশে ফেরার বাসনা হলো কেন?
২৬. জমিদার উপেনের দুই বিঘা জমি চায় কেন?
২৭. উপেনের ব্যথা শান্ত হলো কেন?
২৮. ১ বিঘা বলতে বোঝায়-
২৯. উপেন ভিটে মাটি ছেড়ে বের হলো কেন?
৩০. সপ্তম সুর বলতে বোঝায়-
৩১. 'ডিক্রি' বলতে বোঝানো হয়েছে-
৩২. জমিদার দরিদ্র কৃষক উপেনের জমি দখল করতে চায়-
৩৩. উপেন আম দুটি গ্রহণ করে কেন?
৩৪. উপেন জমিদারের ক্রোধের শিকার হয় কেন?
৩৫. উপেনের হাতে মাঠে বাটে যে সময় কাটে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনটি?
৩৬. গ্রামের উন্নয়নে আলম চেয়ারম্যানের কাছে 'পাণি' চাইলেন- উদ্দীপকে 'পাণি' শব্দটি দুই বিঘা জমি কবিতায় যে অর্থ প্রকাশ করে তা হলো:-
৩৭. দুই বিঘা জমি কবিতায় 'ধাম' শব্দটি কোন অর্থে প্রয়োগ হয়েছে?
৩৮. দুই বিঘা জমি কোন কাব্যগ্রন্থ হতে সংকলিত?
৩৯. 'পেলে দুই বিঘে প্রস্তু ও দিঘে সমান হইবে টানা'- বাক্যটিতে বাবুর কোন ধরনের মানসিকতা ফুটে উঠেছে?
৪০. 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় কবি কাদের স্বরূপ তুলে ধরেছেন?
৪১. 'দুই বিঘা জমি' কবিতার মূল বিষয় কী?

১। বাঙালির সনে মিশে প্রাণে প্রাণে  
থাকিব সতত জীবনে মরণে  
বাঙালি আমার আপনার জন  
বাঙালি আমার ভাই।

ক) ‘শমন’ শব্দের অর্থ কী?

খ) ‘মক্ষিকাও গলে না গো পড়িলে অমৃত হুদে’- ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের কবিতাংশের প্রত্যাশা ও কবির প্রত্যাশার তুলনা কর।

ঘ) ‘উদ্দীপকের কবিতাংশ ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার সামগ্রিক ভাবকে প্রকাশ করেনি’- তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২। তবু হয় ভুলে যাই বারে বারে,  
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে-  
অপরের বাঁধা ঘরেতে কি পারে  
ঘরের বাসনা মিটাতে?  
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হয়  
চিরজনমের ভিটাতে।

ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য কোনটি?

খ) ‘চিরস্থির কবে নীর, হয় রে, জীবন নদে’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকের বক্তব্য ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মধ্যে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উদ্দীপকের বক্তব্য ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাবকে ধারণ করেছে কি? বিশ্লেষণ কর।

৩। জন্ম আমার ধন্য হলো, মাগো  
এমন করে আকুল হয়ে আমায় তুমি ডাকো।  
তোমার কথায় হাসতে পারি,  
তোমার কথায় কাঁদতে পারি  
মরতে পারি তোমার বুকে  
বুকে যদি রাখো, মাগো।

ক) ‘কোকনদ’ শব্দের অর্থ কী?

খ) ‘জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে’- এ কাথার মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

গ) উদ্দীপকে ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) “উদ্দীপক ও ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ কবিতার মূলভাব একই অনুভূতি থেকে উৎসারিত।”-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

১. 'মক্ষিকা'র সমার্থক কোনটি?
২. নরকুলে ধন্য কে?
৩. মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করেন কত খ্রিষ্টাব্দে?
৪. 'মহাকাব্য' রচনা করেছেন যে কবি-
৫. বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট লেখেন কোন কবি?
৬. বাংলায় প্রথম পত্রকাব্য লেখেন-
৭. হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোন ধর্ম গ্রহণ করেন?
৮. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত কোথায় ফুটতে চেয়েছেন?
৯. নরকুলে ধন্য কে?
১০. কোনটি মধুময়?
১১. প্রবাসে জীব-তারা খসে কখন?
১২. অমৃত হৃদে কে পড়লেও গলে না?
১৩. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কাকে ডরানোর কথা বলা হয়েছে?
১৪. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মনে রাখার মিনতি করেছেন কার কাছে?
১৫. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় দেহকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
১৬. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় 'নীর' শব্দের অর্থ কী?
১৭. 'শমন' অর্থ কী?
১৮. 'মানস' অর্থ কী?
১৯. 'তামরস' অর্থ কী?
২০. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কোন জাতীয় কবিতা?

২১. কবি মধুসূদন দেশকে কী হিসেবে কল্পনা করেছেন?
২২. কবি মধুসূদনের নামের শেষে মাইকেল যুক্ত হয় কেন?
২৩. 'প্রথাবিরোধী' লেখক বলতে বোঝায়-
২৪. কবি মধুসূদন অরণীয় হয়ে আছেন কীভাবে?
২৫. 'রেখো, মা, দাসের মনে'- এ পঙ্ক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের-
২৬. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশ মাতৃকার স্মৃতিতে যেভাবে ফুটে থাকতে চান-
২৭. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বজনে সেবা করেন-
২৮. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে সাধ মেটাতে গিয়ে প্রমাদের আশঙ্কা করেছেন-
২৯. 'পরমাদ' বলতে কবি মধুসূদন বুঝিয়েছেন-
৩০. গীতিকবিতাকে ইংরেজিতে বলা হয়-
৩১. প্রবাসী বলতে বোঝায়-
৩২. মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য?
৩৩. 'আনোয়ার মাকে ভুল বুঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পরে মায়ের জন্য তার মনে বেদনা সৃষ্টি হয়।' উদ্দীপকের আলোকে তোমার পঠিত কোন কবিতাটি সাদৃশ্যপূর্ণ?
৩৪. শরৎকাল বোঝাতে কবি মধুসূদন কোন শব্দের প্রয়োগ করেছেন?
৩৫. 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় 'বর' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে কী অর্থে?
৩৬. 'রহিম সিলেট বেড়াতে গিয়ে হাওরে কোকনদের দেখা পেল'। বাক্যটিতে 'কোকনদ' শব্দটির অর্থ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
৩৭. 'জীব-তারা যদি খসে'-বলতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বুঝিয়েছেন-
৩৮. 'জন্মিলে মরিতে হবে'-এটি একটি-
৩৯. 'পত্রকাব্যের' বিশেষত্ব হলো-
৪০. 'গীতিকবিতা' বলতে বোঝায়-
৪১. কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশমাতৃকার স্মৃতিতে ফুটে থাকতে চান-
৪২. মধুসূদন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন কেন?

## ১. গাহি সাম্যের গান

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান  
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি  
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে, তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

ক) লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য কী?

খ) ‘যাওয়া কিংবা আসার বেলায়’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকে ‘মানবধর্ম’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর।

ঘ) “উদ্দীপকের শিক্ষাই ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।”-মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

## ২. লেখা নেই রক্তে ধর্ম জাতি গোত্র বর্ণ ভেদ;

তরু কেন এত চলে হানাহানি মানবতা বিচ্ছেদ?

উদার আকাশ, আলো ও প্রকৃতি ফুসফুস জুড়ে বায়ু

মানবধর্ম দান করে সবে শাস্ত পরমায়ু।

ক) লালন শাহ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

খ) গঙ্গাজল ও কূপজল ভিন্ন নয় কেন?

গ) উদ্দীপকের কবিতাংশ ‘মানবধর্ম’ কবিতার সঙ্গে কিভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের কবিতাংশের এবং ‘মানবধর্ম’ কবিতার মূল সুর এক। মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো।

৩. রাম রহিম কিংবা এছনি আমাদের দেশে তিনটি নাম শুধু। খাদিজার দুগুণে যেমন ইন্দুবালা কাঁদে, তেমনি রামের পাশে  
দাঁড়ায় রহিম অথবা এছনি। এই আমাদের বাংলাদেশ। সবাই মিলে ভালো থাকাটাই আমাদের শিক্ষা। আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধ  
বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে পৌঁছে দিচ্ছে অনন্য এক উচ্চতায়। যেখান থেকে তাকালে সবাইকে সমান মনে হয়। সব  
মানুষকে আপন মনে হয়। আমরা শুধু একটি দীক্ষায় দীক্ষিত হই, - ধর্ম যার যার উৎসব সবার, ভালোবাসা সবার জন্য।

ক) লালন শাহের গানের বৈশিষ্ট্য কি?

খ) ‘যাওয়া কিংবা আসার বেলায়’- বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপক এবং ‘মানবধর্ম’-কবিতার মধ্যকার সাদৃশ্য তুলে ধরো।

ঘ) বিভেদহীন সমাজ গঠনে ভ্রাতৃত্ববোধের গুরুত্ব ‘মানব ধর্ম’ কবিতা এবং উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

- ১। 'মানবধর্ম' কবিতায় যাওয়া আসা দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
- ২। 'কেউ মালা কেউ তস্বি গলায়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ৩। লালনের দর্শন প্রকাশ পেয়েছে কীসের মাধ্যমে?
- ৪। 'মানবধর্ম' কবিতার চরণ সংখ্যা কতটি?
- ৫। 'মানবধর্ম' কবিতায় লালন ফকির মানুষের কোন বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন?
- ৬। 'মানবধর্ম' কবিতায় সর্বশেষ চরণ কোনটি?
- ৭। লোকে কোথা গৌরব করে?
- ৮। জগৎ বেড়ে কীসের কথা?
- ৯। কূপজল গঙ্গায় গেলে কী নামে অভিহিত হয়?
- ১০। জল ভিন্ন জানায় কী অনুসারে?
- ১১। 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভালো'- এখানে মানবধর্ম কবিতার কোন বক্তব্যটি ফুটে উঠেছে?
- ১৩। গলায় মালা পরে কারা?
- ১৪। গলায় তস্বি পরে কারা?
- ১৫। লালন শাহ কোন ধরনের কবি?
- ১৬। লালন শাহ কতগুলো গান রচনা করেছেন?
- ১৭। 'মানস' শব্দের অর্থ কী?
- ১৮। লালনের গানের বৈশিষ্ট্য কী?
- ১৯। গঙ্গাজল হিন্দুদের কীসের প্রতীক?
- ২০। 'মূলে এক জল সে যে ভিন্ন নয়'- এখানে জল বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
- ২১। লালন শাহ জেতের ফাতা কোথায় বিকিয়েছেন?



শ্রেণি: অষ্টম

বিষয়: বাংলা ১ম পত্র

‘পাছে লোকে কিছু বলে’

১. রুবেল ও সোহেল দুই বন্ধু। রুবেল সোহেলের সব গুণের ভক্ত। কিন্তু সোহেল মাঝে মাঝে রুবেলের সমালোচনা করে। রুবেল সোহেলের এই বৈশিষ্ট্য মোটেও পছন্দ করে না। সে সোহেলের উপর বিরক্ত হয়। কিন্তু রুবেল যদি কখনো সোহেলের সমালোচনা করে, তবে সোহেল বিরক্ত হয় না। সোহেল মনে করে, রুবেল সমালোচনার মাধ্যমে তার উপকার করছে।

ক) ‘শ্রিয়মাণ’ শব্দের অর্থ কী?

খ) ‘শক্তি মরে ভীতির কবলে/পাছে লোকে কিছু বলে।’- বুঝিয়ে লেখ।

গ) উদ্দীপকের সোহেল ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার যে শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ) ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার সবটুকু উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয় নি।’- মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই কর।

২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারুকলায় পাস করা সজিব চাকরি খুঁজে ব্যর্থ হয়ে নিজ গ্রামে সৌদি আরবের নানা জাতের খেজুরের বাগান শুরু করে। তখন পরিবার ও গ্রামের অনেকেই তার এমন কর্মকাণ্ড নিয়ে নানা রকম ব্যঙ্গাত্মক কথা বলত। কিন্তু সে থেমে থাকে না। অথচ ঐ বাগান থেকে সজিব আজ লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক।

ক) কবি কামিনী রায়ের কবিতায় কার প্রভাব স্পষ্ট?

খ) ‘শক্তি মরে ভীতির কবলে’-বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ) উদ্দীপকের সজিবের কাজে ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতার যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা বর্ণনা কর।

ঘ) “উদ্দীপকের সজিবের মতো মানুষদের জন্য ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটি প্রেরণার উৎস”- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

৩. চৈতি খুব ভালো উপস্থাপনা করতে পারে। তার উচ্চারণ শুদ্ধ, কণ্ঠের স্কেলও চমৎকার ওঠানামা করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা দেখে সে অনেক কৌশল আয়ত্ত্ব করেছে। সে যখন কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থাপনা করে, দর্শক মুগ্ধ হয়ে তা শোনে। কিন্তু চৈতির মনে সব সময় একটি সংশয় কাজ করে। সে মনে করে তার হয়তো বলার ধরনটা ভালো হয়নি। দর্শকদের কারো মুখে হাসির ভাব থাকলে সে ভাবে তার হয়তো ভুল হয়েছে। নয়তো উপস্থাপনা ভালো হচ্ছে না। তার মনে সব সময় এরূপ একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এজন্য সে অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থাপনার সুযোগ পেয়েও হাতছাড়া করে। তার এই হতাশার কারণে সুস্থ সাংস্কৃতিক বিকাশে তার প্রতিভা অন্ধকারেই রয়ে যাচ্ছে।

ক) ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটির কবির নাম কী?

খ) কাদের সংকল্প অনেক সময় স্থির থাকে না, কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ) উদ্দীপকের মতো তোমার কোনো বন্ধুর মধ্যে এ সমস্যাটি আছে কি না? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) প্রতিভা বিকাশে সংশয়কে কীভাবে উত্তরণ করা যায়? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

১. আর্তের পাশে দাঁড়াতে গিয়েও কেউ কেউ কেন উপেক্ষা করে চলে যান?
২. ‘গুঞ্জন’ গ্রন্থটি কার লেখা?
৩. কামিনী রায় কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?
৪. কবি কামিনী রায় কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
৫. কবি কামিনী রায়ের পেশা কী ছিল?
৬. মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনে কোনটিকে বর্জন করতে হবে?
৭. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটির প্রথম চরণ কোনটি?
৮. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটির শেষ চরণ কোনটি?
৯. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় ব্যথা প্রশমিতে পারে কোনটি?
১০. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় সংশয়ে কী টলে?
১১. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় বিধাতা দিয়েছেন কী?
১২. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় ভীতির কবলে কী মরে?
১৩. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতায় কবি কেমন থাকার কথা বলেছেন?
১৪. ‘সংশয়’ অর্থ কী?
১৫. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কবিতাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মন থেকে কী দূর হবে?
১৬. কোনো কাজ করতে গিয়ে কেউ কেউ অনেক সময় কী হয়?
১৭. সমাজে অবদান রাখতে চাইলে কী করা যাবে না?
১৮. ‘পাছে লোকে কিছু বলে’ কোন ধরনের রচনা?
১৯. বরিশালের বাসগা গ্রামের সাথে কবি কামিনী রায়ের সম্পর্ক কীভাবে?
২০. হৃদয় থেকে জেগে ওঠা ভাবনা হৃদয়েই মিশে যায় কেন?

১. (i) সরল সঠিক পুণ্য পছা  
মোদের দাও গো বলি,  
চালাও সে পথে, যে পথে তোমার  
প্রিয়জন গেছে চলি।
- (ii) যে পথে তোমার চির অভিশাপ  
যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ,  
হে মহাচালক, মোদের কখনও  
করো না সে পথগামী।
- ক) কবি কার গুণগানে আত্মহারা?  
খ) 'তুমি মোর পথের সম্বল'- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
গ) উদ্দীপক (i) এর সাথে 'প্রার্থনা' কবিতার সাদৃশ্য নির্ণয় কর।  
ঘ) উদ্দীপক (i) ও (ii) এর কামনাই যেন 'প্রার্থনা' কবিতার কবির কামনার প্রতিরূপ'- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২.



‘এক আল্লাহর আরাধনায় নিযুক্ত আমরা সবাই।  
কেননা তিনি, মহান সর্বশক্তিমান।’

- ক) ‘পল’ শব্দের অর্থ কী?  
খ) ‘ভুলিনি তোমাদের এক পল’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
গ) উদ্দীপকের চিত্রে ‘প্রার্থনা’ কবিতার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ) উদ্দীপকের ‘তিনি মহান সর্বশক্তিমান’- উক্তিটি ‘প্রার্থনা’ কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩. অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি

বিচার দিনের স্বামী,  
যত গুণগান হে চির মহান  
তোমারি অন্তর্যামী।

দুলোকে-ভুলোকে সবারে ছাড়িয়া  
তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া,  
তোমার সকাশে যাচি হে শক্তি  
তোমারই করুণাকামী।

- ক) ‘হৃদে’ শব্দের অর্থ কী?  
খ) ‘সদা আত্মহারা তব গুণগানে’- বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
গ) উদ্দীপকের প্রথম চার চরণ ‘প্রার্থনা’ কবিতার কোন ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ) ‘উদ্দীপক ও প্রার্থনা কবিতার মূলসুর যেন একই ধারায় উৎসারিত।’- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

১. কবি বিধাতাকে কী বলে স্তুতি জানিয়েছেন?
২. 'নিকুঞ্জ' শব্দটির অর্থ কী?
৩. কায়কোবাদের গ্রামের নাম কী?
৪. কায়কোবাদ নিজ গ্রামে কীসের দায়িত্ব পালন করেন?
৫. কবি কায়কোবাদের কখন থেকে কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়?
৬. 'অশ্রুমালা' বাক্যটি কার রচনা?
৭. 'প্রার্থনা' কবিতায়-'না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি'-এর পরের চরণ কোনটি?
৮. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি স্রষ্টার কাছে কী চেয়েছেন?
৯. কবি কায়কোবাদ কী না জানার কথা স্বীকার করেছেন?
১০. কবি স্রষ্টার কাছে কী নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছেন?
১১. 'প্রার্থনা' কবিতায় কবির পথের সম্বল কে?
১২. কবি কাকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারেননি?
১৩. 'প্রার্থনা' কবিতায় পাখিরা কী করে?
১৪. কেমন হৃদয়ে স্রষ্টার স্মরণ করলে শোক তাপ নিভে যায়?
১৫. প্রার্থনা কবিতায় কারা সর্বদা স্রষ্টার গুণগানে আত্মহারা হয়ে থাকে?
১৬. প্রার্থনা কবিতায় 'আমি নিঃসম্বল' এর পরের চরণ কোনটি?
১৭. 'প্রার্থনা' কবিতায় স্রষ্টার নামে কী রয়েছে?
১৮. 'প্রার্থনা' কবিতা অনুযায়ী ভুলি নি তোমারে ----- শূন্যস্থানে কোন শব্দ বসবে?
১৯. 'প্রসাদ' শব্দের অর্থ কী?
২০. 'প্রার্থনা' কোন জাতীয় রচনা?

২১. 'প্রার্থনা' কবিতাটি কায়কোবাদের কোন কাব্যের অন্তর্গত?
২২. কবি কায়কোবাদের ছেলেবেলা থেকেই কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়। এখানে 'হাতেখড়ি' বলতে বোঝায়-
২৩. কবিতায় 'আমি নিঃসম্বল' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২৪. 'প্রার্থনা' কবিতায় 'বিভো' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২৫. 'ভুলি নি তোমারে একপল' চরণটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
২৬. কবি কেন শ্রুষ্টারে এক মুহূর্ত ভুলতে পারেন না?
২৭. শোকানল নেভানোর জন্য শ্রুষ্টাকে স্মরণ করতে হয়-
২৮. কবি কায়কোবাদ 'প্রার্থনা' কবিতায় নিজেকে নিঃসম্বল বলেছেন কেন?
২৯. 'দেহ হৃদে বল!'-দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৩০. 'তোমার প্রসাদ চারু ফুল ফল'- 'প্রার্থনা' কবিতায় উক্ত চরণে কবি কী বুঝিয়েছেন?
৩১. 'রিক্ত করে' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৩২. 'প্রার্থনা' কবিতায় 'প্রসাদ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
৩৩. 'স্তুতি' শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
৩৪. শ্রুষ্টার কাছে মানুষ প্রার্থনা করে কেন?
৩৫. কবি শ্রুষ্টার 'ভক্তি ও প্রশংসা' করতে জানেন না কেন?
৩৬. 'মহাশয়শান' মহাকাব্য রচনার সাথে নিচের কোন কবির সম্পৃক্ততা রয়েছে?

- ১। ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পটি কোন গল্পের পরিমার্জিত রূপ?
- ২। রাত্রি তিনটের সময় কি শুনে লেখকের ঘুম ভেঙে যায়?
- ৩। পাখিটির মধ্যে সবচেয়ে ভোরে ওঠে কে?
- ৪। ইউক্যালিপটাস গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালটায় বসত কোন পাখি?
- ৬। ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে বায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- ৭। লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?
- ৮। ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পে কোন পাখির নাম উল্লেখ আছে?
- ৯। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পীড়িতদের মধ্যে কাদের সংখ্যা বেশি?
- ১০। বেরিবেরি রোগীরা গরমের দিনেও পায়ে মোজা পরত কেন?
- ১১। ‘কী ক্লান্তই না মেয়েটির চোখের চাহনি’ কার?
- ১২। সন্ধ্যার পূর্বেই কাদের ঘরে প্রবেশ প্রয়োজন?
- ১৩। ‘আজ তুই আমার অতিথি’- এই অতিথি কে?
- ১৪। ‘ওকে পেট ভরে খেতে দাও’- লেখক কাকে বলেছেন?
- ১৫। আতিথ্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করেছে কে?
- ১৬। বাড়তি খাবারের প্রবল অংশীদার ছিল কে?
- ১৭। মালির বউ অতিথিকে মারধর করত। এতে কাদের সায় ছিল?
- ১৮। লেখকের সব প্রশ্নের জবাব অতিথি কিভাবে দিত?
- ১৯। হঠাৎ শরীরটা খারাপ হলে লেখক কতদিন নিচে নামতে পারেননি?
- ২০। উপরের ঘরের বিছানায় শুয়ে লেখক কি পড়েছিলেন?



১। শেরপুরের নাইমুদ্দিন প্রায় ১০ বছর ধরে তার পোষা হাতি কালাপাহাড়কে দিয়ে লাকড়ি টানা, চাষ করা, সার্কাস দেখানো ইত্যাদি কাজ করে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে দারিদ্র্যের কারণে হাতির খোরাক জোগাড় করতে না পেরে একদিন সে কালাপাহাড়কে বিক্রি করে দিল। ক্রোতা কালাপাহাড়কে নিতে এসে ওর পায়ে বাঁধা রশি ধরে হাজার টানাটানি করে একচুলও নাড়াতে পারল না। কালাপাহাড়ের দুচোখ বেয়ে শুধু টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পরদিন খন্দের আরও বেশি লোকজন সাথে নিয়ে এসে কালাপাহাড়কে নিয়ে যাবে বলে চলে যায়। কিন্তু ভোরবেলা নাইমুদ্দিন দেখে কালাপাহাড় মরে পড়ে আছে। হাউমাউ করে সে চিৎকার করে আর বলে- ‘ওরে আমার কালাপাহাড়, অভিমান করে তুই চলে গেলি!’

ক) ‘পাণ্ডুর’ শব্দের অর্থ কী?

খ) লেখক দেওঘরে গিয়েছিলেন কেন? বুঝিয়ে লেখ।

গ) কালাপাহাড়ের আচরণ ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের অতিথির আচরণ কীভাবে ভিন্ন? বর্ণনা কর।

ঘ) ‘উদ্দীপকের নাইমুদ্দিনের অনুভূতি আর ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের অনুভূতি একই ধারায় উৎসারিত’- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

২। পাখিপ্রেমিক ঝগড়ু ছোটবেলা থেকে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়। পশুপাখির কষ্টে সে খুব দুঃখ পায়। তাইতো আহত খরগোশকে বাঁচাতে ওষুধ খেঁজে। বাড়ে আহত পাখিদের বাঁচাবার জন্য পাহাড়ে মংলি বুড়ির কাছে নিয়ে যায়। বুড়ি পাহাড়ি লতা ছেঁচে ভারি অঙ্কুত ওষুধ বানায়। ঐ ওষুধ লাগালেই আহত পাখিগুলো সেরে যায়। আবার ওরা ডানা মেলে আকাশে উড়তে পারে।

ক) কে কুকুরটিকে মেরে ধরে বের করে দিয়েছিল?

খ) দরিদ্র ঘরের মেয়েটিকে দেখে লেখকের মনে দুঃখ হত কেন?

গ) উদ্দীপকের ঝগড়ুর সঙ্গে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের মনোভাবের সাদৃশ্যের দিকটি তুলে ধর।

ঘ) ‘পাখিপ্রেমিক ঝগড়ুর মাঝে আমরা ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখককে খুঁজে পাই’- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

৩। দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর শফিকের স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে। এ অবস্থায় তাকে পুরোপুরি সুস্থ করে তোলার উদ্দেশ্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য শ্রীমঙ্গলে চা-বাগান এলাকায় পাঠানো হয়। কিছু দিন তার থাকার ব্যবস্থা করা হয় মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। সেখানে বিচিত্র পাখির কলকাকলি, প্রকৃতির সবুজ পরিবেশ ও ভিন্ন আবহাওয়ায় শফিক বেশ আরামবোধ করে।

ক) ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য কোথায় গিয়েছিলেন?

খ) ‘পাখি চালান দেওয়াই তাদের ব্যবসা।’- ব্যাখ্যা করো।

গ) উদ্দীপকের শফিকের সাথে ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের লেখকের মানসিকতার সাদৃশ্য নির্ণয় করো।

ঘ) ‘অতিথির স্মৃতি’ গল্পের আলোকে উদ্দীপকে চিত্রিত প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচয় দাও।

১। নন্দনাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ-  
স্বদেশের তরে যে করেই হোক, রাখিবেই সে জীবন।  
সকলে বলিল, আ-হা-হা কর কী, নন্দনাল?  
নন্দ বলিল, বসিয়া রহিব কি চিরকাল?  
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ?  
তখন সকলে বলিল- বাহবা বাহবা বাহবা বেশ!  
নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা?  
সকলে বলিল, যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।  
নন্দ বলিল, ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই-  
না হয় দিলাম-কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কী?  
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারি দিক।  
তখন সকলে বলিল- হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক!

ক) ভাবকে রূপ দেয় কে?

খ) প্রাবন্ধিক ভাব ও কাজের সমন্বয় সাধন করতে বলেছেন কেন?

গ) উদ্দীপকে ভাব ও কাজ প্রবন্ধের কোন দিকটি উপস্থিত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উদ্দীপকের নন্দনালের ভাবকে সফল করা জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে তুমি মনে কর? 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে মতামত দাও।

২। মাশরাফি বিন মর্ত্তুজাকে বলা হয় বাংলাদেশ ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক। ব্যক্তিজীবন এবং ক্রিকেট জীবনে তাঁর সাফল্য আকাশছোঁয়া। খেলার মাঠে তাঁর অভিব্যক্তি ও চঞ্চলতা চোখে পড়ার মতো। তার মধ্যে রয়েছে দারুণ এক উদ্দীপনা শক্তি, যা তিনি সহজেই সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। ফলে দলের সবাই একই মনে উজ্জীবিত হয়ে প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে এবং সফলতা বয়ে আনতে সক্ষম হয়।

ক) 'দাদ' শব্দের অর্থ কী?

খ) 'স্পিরিট' শব্দটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ) উদ্দীপকের মাশরাফি বিন মর্ত্তুজার মধ্যে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের ফুটে ওঠা দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "মাশরাফি বিন মর্ত্তুজা-ই কি নজরুলের ভাবনার নায়ক?"- উত্তরের পক্ষে যৌক্তিক মতামত দাও।

৩। সম্প্রতি পলাশপুরে গ্রামে দুটি সমস্যা সে গ্রামের শিক্ষিত সমাজকে ভাবিয়ে তুলেছে। একটি বাল্যবিবাহ আর অন্যটি মাদক সেবন। এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার জন্য গ্রামের শিক্ষিত মানুষরা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় গ্রামের সুধী সমাজ বাল্যবিবাহ ও মাদক সেবনের নানা অপকারিতা মানুষকে বোঝানো এবং প্রতিরোধের কর্মপরিকল্পনাও বুঝিয়ে দিল। তাদের এমন কর্মকাণ্ডে গ্রামের তরুণ সমাজ খুবই অনুপ্রাণিত হলো এবং সমাজের এমন অসঙ্গতি দূর করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলো। এর কিছুদিন পর গ্রামে একটি বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হলে তা বন্ধে এই সুধী সমাজের কেউ এগিয়ে আসেনি। এমনকি নিজেরা বামেলায় জড়াতে পারেন এই ভয়ে তারা মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে থানায় কোনদিন অভিযোগ করেনি। সুধীজনদের এমন কর্মকাণ্ড দেখে তরুণদের প্রতিরোধ চেতনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হলো।

ক) কাজী নজরুল ইসলাম কোন শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন?

খ) "ভাব জিনিসটা হইতেছে পুষ্পবিহীন সৌরভের মতো"- ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকের আলোচনা সভার আয়োজনে 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের কোন দিকের প্রতিফলন ঘটেছে? নির্ণয় কর।

ঘ) উদ্দীপকের তরুণদের প্রতিরোধ চেতনা জাগিয়ে রাখতে কী কাজ করা প্রয়োজন ছিলো? 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর।



১. ত্যাগের অভিনয় করতে গিয়ে ছাত্ররা কোনটিকে বিশ্রীভাবে মুখ ভেঙুচিয়েছে?
২. কারা আজ মুখে চাদর জড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করল?
৩. মঙ্গলের নামে দেশের মহা শত্রুতা সাধিত হয় কখন?
৪. নজরুলের মতে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগী যুবকগণ কীসের মতো আচরণ করেছিল?
৫. লেখকের মতে সাপ নিয়ে খেলা করতে গেলে দস্তুরমত কী হওয়া চাই?
৬. ত্যাগী মানুষেরা কীসের অভাবে ত্যাগের উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন?
৭. লোকপ্রবাদ অনুযায়ী কত চক্রে ভগবান ভূত?
৮. ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হলে মানুষের কোনটি ঘটে?
৯. নজরুলের মতে ভাবকে নিজের কী হিসেবে তৈরি করে নিতে হবে?
১০. ভাবের দাস হলে আমাদের কোনটি অবশ্যস্বাভাবী ?
১১. কর্মে কী আনার জন্য ভাব-সাধনা প্রয়োজন?
১২. যারা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ছাড়াই কাজ করে 'ভাব ও কাজ' রচনায় তাদের কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
১৩. কাজী নজরুল ইসলাম ভাবের ঘরে কী করতে নিষেধ করেছেন?
১৪. কাজী নজরুল কোনটিকে মহাপাপ বলে অভিহিত করেছেন?
১৫. 'ভাব ও কাজ' রচনা অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তোলার জন্য কী করতে হবে?
১৬. 'পুয়াল' শব্দের অর্থ কী?
১৭. 'উদ্মো ষাঁড়' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
১৮. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক কীসে তৎপর হওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন?
১৯. 'ভাব ও কাজ' প্রবন্ধের লেখক কে?
২০. কোন শ্রেণিতে থাকাকালীন কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি পল্টনে যোগ দেন?

১. 'সুপ্রিমকোর্ট' কী?
২. 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি' অর্থ কী?
৩. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থী কী জানতে পারবে?
৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের সময়কাল কতক্ষণ?
৫. কত সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অর্জন করে নিরঙ্কুশ বিজয়?
৬. ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয় কখন?
৭. ১৯৭১ সালের কত তারিখে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দেন?
৮. রেসকোর্স ময়দানের বর্তমান নাম কী?
৯. বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্স ময়দানের ভাষণে কত লোক উপস্থিত ছিল?
১০. হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বলতে কাকে বোঝায়?
১১. বঙ্গবন্ধু বাংলাকে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে কীভাবে অধিষ্ঠিত করেন?
১২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহুবার কারাবরণ করেছেন কেন?
১৩. বঙ্গবন্ধু হরতাল ডেকেও রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল ও লঞ্চ চলার অনুমতি দেন, কারণ-
১৪. বঙ্গবন্ধু ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে বলেছিলেন কেন?
১৫. 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়' বলতে বোঝানো হয়েছে-
১৬. পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ ঝড় ওঠে কেন?
১৭. আইয়ুব খান ১০ বছর আমাদের কীভাবে গোলাম করে রাখে?
১৮. ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান কেন হয়েছিল?
১৯. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হন কেন?
২০. 'কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না'- কেন?
২১. 'আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
২২. বঙ্গবন্ধু কোন বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফিরে যেতে বললেন?
২৩. আর.টি.সি- বলতে বোঝানো হয়েছে-
২৪. 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি' বলতে কী বোঝায়?
২৫. 'ওয়াপদা' বলতে বোঝায়?
২৬. জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানি সামরিক সরকারের সাথে হাত মিলান কেন?
২৭. সেক্রেটারিয়েট বলতে বোঝায়-
২৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাবরণ করেন-
২৯. বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন কেন?
৩০. ছাত্রজীবন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে নিচের কোনটি সমর্থনযোগ্য?
৩১. শেখ মুজিবুর রহমানের রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক ভাষণকে তুলনা করা হয়েছে যার ভাষণের সাথে-
৩২. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য?
৩৩. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনায় বঙ্গবন্ধু ভাই বলে যাদের অভিহিত করেছেন তাদের বোঝাতে প্রযোজ্য-
৩৪. 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না।' শেখ মুজিবের এ বক্তব্যে কী ভাব ফুটে উঠেছে?
৩৫. বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১-এর ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি কী?
৩৬. পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের ক্ষমতাচ্যুতির প্রেক্ষাপট কী?
৩৭. ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ঘোষণা করে পুনরায় স্বাধীনতার মাঝে ফুটে উঠেছে যে মনোভাব, তা হলো-
৩৮. ৬ দফা দাবি মূলত বাঙালির-
৩৯. 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' রচনাটি পড়ে পাঠক উদ্বুদ্ধ হবে কোন চেতনায়?

১। দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদী নেতা নেলসন ম্যাডেল্লা সারা জীবনই সংগ্রাম করেছেন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে। এ কারণে তিনি জেল, জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকার হন সাতাশটি বছর। তিনি ছিলেন কারা অভ্যন্তরে। কিন্তু শেষাবধি তিনি বিজয়ী হন। মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়ে দেন স্বদেশের আকাশে।

ক) ১৯৭০ সালে নির্বাচনে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?

খ) “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”- উক্তিটি বুঝিয়ে লেখ।

গ) নেলসন ম্যাডেল্লার সাথে বঙ্গবন্ধুর গুণাবলির সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ) ‘মানবতা ও স্বাধীনতার কেতন উড়িয়ে দেন স্বদেশের আকাশে’- এ বাক্যটি ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’

ভাষণটির আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ নূপুরের বাবা মনোযোগের সাথে শুনেছিলেন। এদিকে নূপুরের মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন হিন্দী সিরিয়ালের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে বলে। বাবা তখন সবার সামনে ভাষণটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, “পাকিস্তানি শোষণ-বঞ্চনার শিকল ভাঙার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল ঐ ভাষণে। আজকের বাংলাদেশ ঐ ভাষণের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।”

ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোথায় ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন?

খ) ‘ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল’- এ আহ্বান করা হয়েছিল কেন?

গ) উদ্দীপকে যে ভাষণের কথা বলা হয়েছে, তোমার পঠিত “এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উদ্দীপকের ভাষণ সম্পর্কে নূপুরের বাবার মন্তব্য কতটা সমর্থনযোগ্য? ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’- এ উক্তিটির আলোকে তা মূল্যায়ন কর।

৩। শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,

রবীন্দ্রনাথের মতো দৃষ্ট পায় হেঁটে

অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন

.....

.....

.....

সকল দুয়ার খোলা, কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?

গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তার

অমর কবিতাখানি।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ক) ‘আরটিসি’ বলতে কী বোঝ?

খ) ‘আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই’- বঙ্গবন্ধু কেন এ কথা বলেছেন?

গ) উদ্দীপকে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের কতটুকু ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) “উদ্দীপকে ‘এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’ প্রবন্ধের অনেকাংশ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে।”-উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

২. জসিম মাইক্রোবাস চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একবার এক যাত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সহসা তার গাড়ির ভেতরে দৃষ্টি পড়তেই দেখতে পেল, একটি তালাবদ্ধ সুটকেস পড়ে আছে। কিন্তু ঐ ব্যাগে কোনো ঠিকানা পাওয়া না যাওয়ায় সে ঘটনাটি সংবাদপত্রে লিখে প্রচার করল।

ক) কাপালির ক্যাশ বাক্সটি কী রঙের ছিল?

খ) টিনের বাক্সের তালাটি ভাঙলে কেন অন্যায় কাজ হবে?

গ) উদ্দীপকে জসিমকে কোন যুক্তিতে বিধুদের সঙ্গে তুলনা করা যায়?

ঘ) “জসিমের ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও চরিত্রটি ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের মূল চরিত্রকেই লালন করে আছে”- মূল্যায়ন কর।

৩. দৈনিক প্রথম আলোর খবর: ‘রংপুরের মিঠামইনে সোনার মোহর নিয়ে শ্রমিক উধাও। ঘটনায় প্রকাশ, স্থানীয় দেবশীষ চক্রবর্তী তার পুরোনো পুকুরটি সংস্কার করতে কিছু শ্রমিককে কাজ দেয়। কয়েক দিন ধরে তারা পুকুরটি খনন করছিল। হঠাৎ একদিন পুকুরের নিচ থেকে একটি মাটির কলসি বের হয়। যার মধ্যে ছিল প্রচুর সোনার মোহর। শ্রমিকেরা এ ঘটনা মালিককে না জানিয়ে নিজেরা মোহরগুলো ভাগাভাগি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে ঘটনা জানাজানি হলে দেবশীষ স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে খবর দেয় এবং শ্রমিকদের ধরে এনে মোহরগুলো উদ্ধারে সাহায্য করে।’

ক) বিভূতিভূষণের মায়ের নাম কী?

খ) ‘বাবার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না,’- কেন?

গ) উদ্দীপকের শ্রমিকদের কর্মকাণ্ড ‘পড়ে পাওয়া’ গল্পের সঙ্গে কোন দিক দিয়ে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, ব্যাখ্যা করো।

ঘ) উদ্দীপকের দেবশীষ চক্রবর্তীকে লেখক বা বাদলের প্রতিরূপ বলা যায় কি না, বিশ্লেষণ করো।

১. কালবৈশাখীর সংবাদ কে দিয়েছিল?
২. কাপালির ক্যাশ বাক্সটি কী মাসে হারিয়ে যায়?
৩. 'আড়ি' শব্দের অর্থ কী?
৪. 'সংশয়' শব্দের অর্থ কী?
৫. 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন চেতনার সৃষ্টি করে?
৬. 'অপরাজিত' গ্রন্থের লেখক কে?
৭. 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কার সততার পরিচয় পাওয়া যায়?
৮. 'বড় বড়' আমবাগানের তলাগুলি ততক্ষণে ছেলেমেয়েতে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।' - এই দৃশ্যকল্পটি কোন রচনার অংশ?
৯. ক্যাশ বাক্সটি কী রঙের ছিল?
১০. সব বন্ধুর মনে শঙ্কা দূর করলেন কে?
১১. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৈশোর কেটেছে কীভাবে?
১২. বাদল ও লেখকের মন থেকে ভূতের ভয় চলে গিয়েছিল কেন?
১৩. 'পত্রপাঠ বিদায়' কথাটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?
১৪. কাপালিরা হতাশ হয়েছিল কেন?
১৫. লেখক কাপালিকে বাক্সের রঙের কথা জিজ্ঞেস করল কেন?
১৬. চণ্ডীমণ্ডপে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল কেন?
১৭. কাপালি লোকটা কথকের গাঁয়ে কেন এসেছিল?
১৮. কাপালি কেন গহনা গড়িয়ে এনেছিল?
১৯. 'কাপালি' যে সম্প্রদায়ের হিন্দুকে বোঝায়-
২০. 'বড় বড় গাছ ভেসে যেতে দেখা গেল নদীর শ্রোতে।' - যে কারণে-
২১. বিধুর বিজ্ঞতা কীভাবে প্রমাণিত হলো?
২২. কাপালির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল কেন?

২৩. বাক্স ফেরত পেয়ে লোকটি হকচকিয়ে গেল কেন?
২৪. 'সে মতলব বার করতে হবে।' -এখানে মতলব বলতে বোঝানো হয়েছে-
২৫. 'পূজায় চণ্ডীমণ্ডপে প্রচুর ভীড় হয়'-উদ্দীপকে চণ্ডীমণ্ডপ 'পড়ে পাওয়া' গল্পে কী অর্থ বহন করে?
২৬. "মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম" অর্থে 'পড়ে পাওয়া' গল্পে ব্যবহৃত এমন একটি শব্দ হচ্ছে-
২৭. 'দিব্যি' শব্দটি আমরা কোন অর্থে ব্যবহার করে থাকি?
২৮. ধানের খড়ের স্তুপের সাথে কোন শব্দটির সম্পর্ক অভিন্ন?
২৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে ফুটে উঠেছে-
৩০. গল্পে দরিদ্র অসহায় মানুষের প্রতি কীসের চিত্র ফুটে উঠেছে?
৩১. 'পড়ে পাওয়া' গল্পের মূল বিষয় কী?
৩২. 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিধু কীসের প্রতীক?
৩৩. কিশোরদের মূল লক্ষ্য কী ছিল?
৩৪. 'বিধু বড় হলে উকিল হবে।' - এ মন্তব্যের যথার্থতা প্রকাশ পায় কোন বাক্যে?
৩৫. শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ জাহত করার জন্য নিচের কোন রচনা অধিকতর ফলপ্রসূ?
৩৬. বিধু ওর মতো কত লোক আসবে বলার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-
৩৭. কাপালিকে রসিদ লিখে দিতে বলার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-
৩৮. 'পড়ে পাওয়া' গল্পের 'পড়ে' শব্দটির মধ্য দিয়ে কী পাওয়া গেছে?
৩৯. 'পড়ে পাওয়া' গল্প থেকে শিক্ষার্থীরা যা শিখতে পারবে তা হলো-
৪০. 'পড়ে পাওয়া' গল্পে বিভূতিভূষণ দেখিয়েছেন ভালো কাজের জন্য-
৪১. 'পড়ে পাওয়া' গল্পটি কিশোর মনে কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে?
৪২. 'ঝড়ের ঝাপটা আবার এলো। আমরা তেঁতুলগাছের গুড়িটার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।' এখানে কোন সময়ের পরিবেশ ফুটে উঠেছে?
৪৩. 'অন্যায় কাজ হয় তালা ভাঙলে'- গল্প কথকের এই উক্তি কী নির্দেশ করে?
৪৪. 'মেঘ মল্লার' বিভূতিভূষণের কী ধরনের রচনা?

১। পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না শিমুলের। পড়তে বসলেই তার মধ্যে এক ধরনের ভয় কাজ করে। প্রতিদিন রাতে পড়ার টেবিলের বাতির সুইচ টিপলেই তার শরীর বিম্বিম্ব করে ওঠে। এতে তার মনে হয় তার পড়ার ঘরে কোনো প্রেতাভা ভর করছে এবং তাকে পড়তে বাধা দিচ্ছে। ফলে পড়াশোনায় তার মনোযোগ কমছে। এবং সে দিনদিন খুবই রোগা হয়ে যাচ্ছে।

ক) 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি কখন প্রকাশিত হয়?

খ) 'তুমি একটি আন্ত গর্দভ নগেন'- উক্তিটি কে, কাকে, কেন করেছেন?

গ) শিমুলের এবং 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের নগেনের ভয় পাওয়ার মধ্যে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ) শিমুলের ভয় পাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। অন্ধকার ঘরে বাতি জ্বালাতে গিয়ে এক ধাক্কায় মেঝেতে পড়ে যাই। ভূতের কথা মনে হতেই কণ্ঠ দিয়ে আর শব্দ বের হয় না। অন্ধকারে কোনো রকমের টর্চ লাইট খুঁজে নিয়ে সুইচ বোর্ড দেখি। আবরণহীন বৈদ্যুতিক তার ঝুলছে। প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝে নিই তক্ষুণি। কিন্তু সেদিনের কথা মনে করে আমার এখনও হাসি পায়।

ক) নগেনের মামার ছবিতে বুপার ফ্রেমটা বাঁধিয়েছিলেন কে?

খ) 'তোমার মাথা হয়ে গেছে'- পরাশর ডাক্তার নগেনকে এ কথা কেন বলেছেন?

গ) উদ্দীপকের কথক 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) "উদ্দীপকের কথকের উপলব্ধিই 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের মূল উপজীব্য"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

৩। দরিদ্র কৃষক দবির মিয়া জন্ডিসে আক্রান্ত হলে ঝাঁড়-ফুকসহ নানা কবিরাজি চিকিৎসা নেয়। তার ধারণা, এ রোগের জন্য ডাক্তারি কোনো ভালো চিকিৎসা নেই। দিনে দিনে তার শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়লে তার কলেজ পড়ুয়া ছেলে সুমন তাকে শহরে নিয়ে ডাক্তারি চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলে। বাবাকে উদ্দেশ্য করে সুমন বলে, "তুমি এখনো সেকেলেই রয়ে গেলে।"

ক) নগেনের মামার ছবি কীসের ফ্রেমে বাঁধানো হয়েছিল?

খ) নগেন পরাশর ডাক্তারের সাথে দেখা করেছিল কেন?

গ) উদ্দীপকের দবির মিয়ার মানসিকতায় 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের যে দিকটি ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা কর।

ঘ) "উদ্দীপকের সুমনের ভাবনা যেন 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের পরাশর ডাক্তারের অনুরূপ।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

১. 'কপ্মিনকালে' শব্দের অর্থ কী?
২. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটির প্রধান লক্ষ্য কী?
৩. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটি 'মৌচাক' পত্রিকায় কত সালে প্রকাশিত হয়?
৪. বৈদ্যুতিক শককে ভূতের কাজ বলে কে মনে করেন?
৫. 'তৈলচিত্রের ভূত' কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
৬. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে সংস্কারক হিসেবে লেখক কোন চরিত্রটিকে দেখিয়েছেন?
৭. নগেন তার মামার প্রেতাত্মাকে বিশ্বাস করেছিল কারণ সে ভাবত তার মামা জানতেন-
৮. লেখক টেবিল চেয়ারের 'পেনশন' পাওয়া কথাটির মাধ্যমে বুঝিয়েছেন-
৯. রুপার ফেমের নিচে কাঠ দেওয়ার কারণ-
১০. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে অজ্ঞানতাকে বোঝানো হয়েছে-
১১. 'ভর্ৎসনা' বলতে বোঝায়-
১২. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পে 'আফসোস' বলতে বোঝানো হয়েছে-
১৩. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পের 'খাপছাড়া' বলতে বোঝানো হয়েছে-
১৪. 'প্রেতাত্মা' বলতে বোঝায়-
১৫. 'ছলনা' বলতে কী বোঝায়?
১৬. 'অনুতাপ' শব্দের অর্থ হিসেবে নিচের কোনটিকে বোঝায়?
১৭. 'অশরীরী' বলতে বোঝায়?
১৮. কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মানুষের মনে যা স্থাপিত হয় সেক্ষেত্রে বোঝায়-
১৯. 'অশরীরী' শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা'- মানে কোনটি সমর্থনযোগ্য?
২০. 'তৈলচিত্রের ভূত' গল্পটির মধ্যে লেখক কিসের প্রচেষ্টা করেছেন?
২১. নগেনের অস্ফুট গোঙানির যৌক্তিক কারণ হলো-